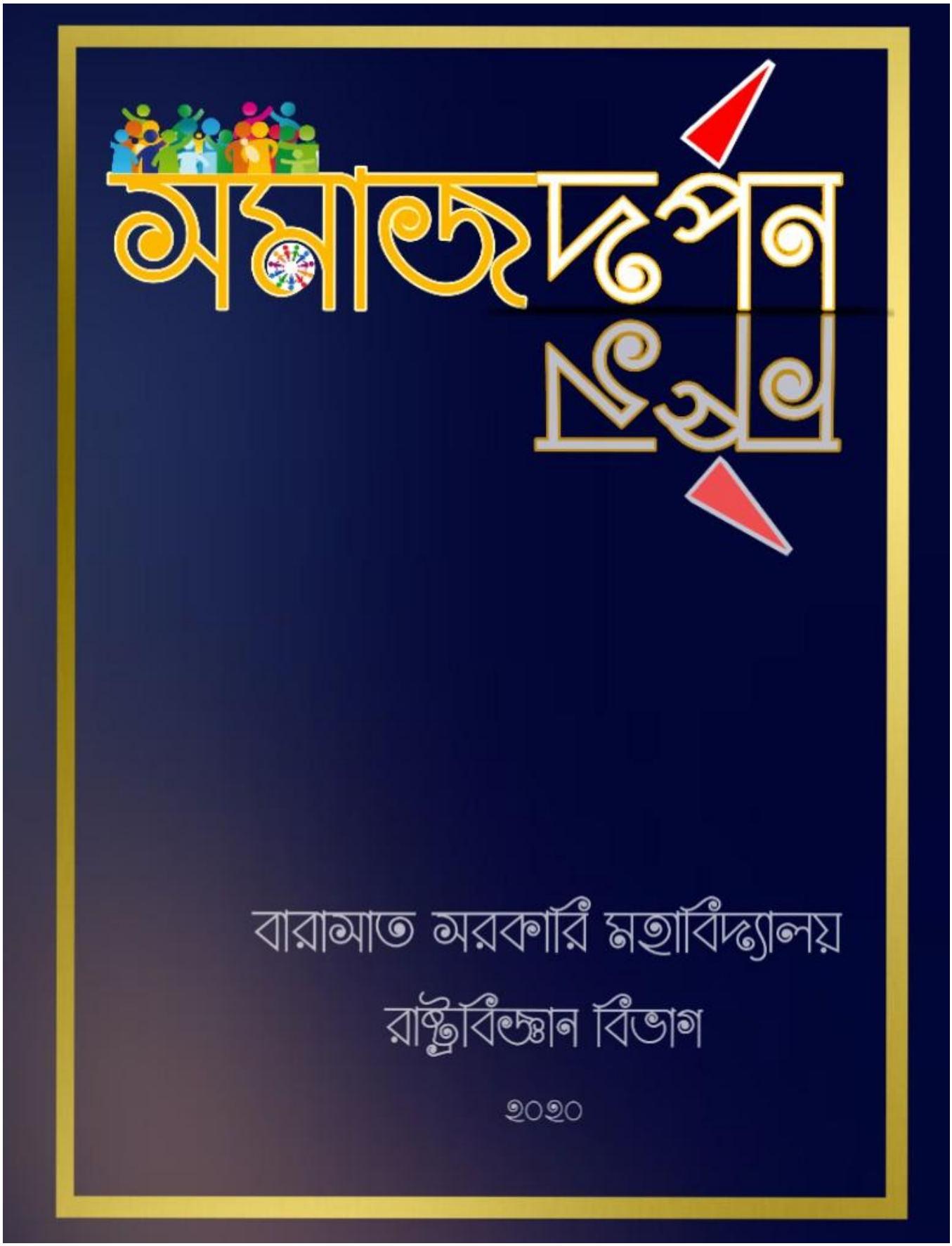
সমাজদর্পণ
বারামাত সরকারি মহাবিদ্যালয়
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
২০২০

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

প্রতিবছর আমাদের ডিপার্টমেন্টের ওয়াল ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়। এই বছরে আমরা যেহেতু বিশেষ পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, তাই ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে অনলাইন দেয়াল পত্রিকা প্রকাশিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বিষয়বস্তু

১. মানব পাচার(Human Trafficking)

২. শিশু শ্রম (Child Labour)

৩. করোনা পরবর্তী বিশ্বরাজনীতির ভবিষ্যৎ

৪. শিক্ষার অধিকার (Right to Education)

বিশেষ আলোকপাত - যুব সংসদ (YOUTH PARLIAMENT)

যুব সংসদ: এক অনন্য অভিজ্ঞতা

বিগত কয়েক বছর ধরে যুব সংসদ প্রতিযোগিতা পরিচালনার দায়িত্ব অধ্যক্ষ মহাশয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগকে প্রদান করে, আমি কো-অর্ডিনেটর হিসেবে কাজ করলেও সমগ্র বিভাগ এই কাজে প্রতিনিয়ত সহায়তা করেছে। অনেক ক্ষেত্রে শ্রীময়ীদি কো-অর্ডিনেটরের চেয়েও বেশি দায়িত্ব পালন করেছেন এবং অন্যান্য বিভাগের অধ্যাপক ,অধ্যাপিকাগণ যথেষ্ট সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, বিশেষত যেকোনো সমস্যা হলেই অরুন স্যারের কাছে সমাধান পেয়েছি। সকলের প্রচেষ্টা ছাড়া এই কাজ কখনোই সম্ভব হয়না। সকলে মিলে করেছি এই কথাটি বারবার উচ্চারণ করার অর্থ ধারাবাহিকভাবে প্রথম স্থান দখল করতে না পারার ব্যর্থতা আমি সকলের ঘাড়ে চাপাতে চাই। সফল হলে অবশ্য উল্টো সুর গাইতাম।" যাহা সাফল্য শুধুই আমার"।

সমুদ্র মন্থনে যেমন অমৃত উঠে ছিল, তেমনি বিষ উঠেছিল। মন্থনকারী দু'পক্ষই অমৃত না পেলেও অন্যান্য অতি মূল্যবান বস্তু পেয়েছিল। দেবতা এবং অসুরগণ প্রবল শক্তিশালী হয়েও কেউ একাকী এই মন্থন করতে পারিনি, দলবদ্ধভাবে করতে হয়েছিল। আধুনিক ভাষায় যাকে বলে টিম গেম। যুব সংসদ প্রতিযোগিতা হলো এমনই এক যুদ্ধক্ষেত্র যেখানে ছাত্র-ছাত্রীদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তার মন্থন হয়। তাদের অভিনয় দক্ষতা ,উপস্থিত বুদ্ধির মন্থন করতে হয় দীর্ঘ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে।

বিগত কয়েক বছরে যুব সংসদ পরিচালনার অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি প্রশিক্ষণের প্রথম দিনে বিভিন্ন বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা উপস্থিত হয় ,তারা একে অপরকে চেনে না বা চিনলেও তেমন বন্ধুত্ব নেই। দু একজনের মনে একে অপরকে অপছন্দ করার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু তিন সপ্তাহ একসাথে রিহার্সালের পর দেখা যায় তাদের মধ্যে অদ্ভুত নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। একে

অপরের সাফল্যে আনন্দিত হচ্ছে ,ব্যর্থতায় দুঃখ পাচ্ছে, একে অপরের জন্য দাবি জানাচ্ছে, কয়েকজন যারা প্রথম কদিন বিচ্ছিন্ন ছিল তারাও যেন শেষ লগ্নে এসে টিম অনুভূতিকে সম্পূর্ণতা দেয়। তখন মনে হয় এই টিম অনুভূতি তৈরি হওয়াটাই অমৃত। যুব সংসদের এটাই উদ্দেশ্য দেশ এবং সমাজের জন্য যৌথভাবে কাজ করার মনোভাব নির্মাণ। সুতরাং যুবসমাজকে দেশ ও সমাজের জন্য যৌথ চিন্তা ,যৌথ কর্ম ,যৌথ উদ্যোগ, যৌথ আন্দোলনের জন্য মনোভূমি নির্মাণের ক্ষেত্র হিসাবে যুব সংসদ প্রতিযোগিতা এক যুগোপযোগী প্ল্যাটফর্ম। ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে অতিবাহিত হওয়া এই মুহূর্তগুলি ছাত্র-ছাত্রীদের মনোভাব চিন্তাভাবনা বুঝতে আমাকে অনেক সাহায্য করেছে যা আমার শিক্ষক সত্বাকে সমৃদ্ধ করে। আমাকে যুব সংসদ পরিচালনার কাজের উপযুক্ত মনে করার জন্য অধ্যক্ষ মহাশয় এবং **রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ**কে ধন্যবাদ জানাই।

উত্তম অধিকারী

অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোফেসর

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

যুবসংসদ : ২০২০

মানব পাচার (Human Trafficking)

মানব পাচার আধুনিক সমাজের এক গভীর ক্ষত। পূর্বের ক্রীতদাস প্রথার আধুনিক ও বৃহত্তর সংস্করণ মানব পাচার (Human Trafficking)। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী বিশ্বের প্রায় 40.3 মিলিয়ন মানুষ মানব পাচারের শিকার যার মধ্যে 68% জোরপূর্বক শ্রম দানের জন্য পাচার করা হয়েছে, তারমধ্যে 55% মহিলা ও 26% শিশু পাচার করা হয়। 2014 সালের অনুসন্ধীত তথ্য অনুযায়ী ভারতবর্ষে পাচার হওয়া মানুষের মধ্যে প্রায় 76% মহিলা, এদের মধ্যে 40% মহিলাকে পতিতা বৃত্তিতে প্রবেশ করানো হয়েছে। অনুমান করা হয় প্রতিবছর প্রায় 2 মিলিয়ন নারী (যুবতী ও বালিকা) রেড লাইট এরিয়ায় পতিতা বৃত্তির জন্য পাচার করা হয়। এছাড়া বহু মানুষ পাচার করা হয় দাসত্ব, শ্রম দান, মানব শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ব্যবসার কাজের জন্য। বিশ্বব্যাপী কিছু মানুষ তাদের পরিকল্পিত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কোটি কোটি মানুষকে মানব পাচারের শিকার বানাচ্ছে। মানব পাচারের সাথে যারা জড়িত তাদের নরপশুই বলা যায়, যাদের মধ্যে মানবতার লেশমাত্র নেই। এই অমানবিক অত্যাচার রুখতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শক্তিশালী আইন প্রণয়ন করা হয়েছে, বিভিন্ন দেশ পারস্পরিক সহযোগিতায় অনেক বড় বড় মানব পাচার চক্রকে বিচারব্যবস্থার সামনে এনে দাঁড় করিয়েছে। বিভিন্ন দেশের সরকার ছাড়াও বিভিন্ন এন.জি.ও মানব পাচার রোধের কাজে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করছে। ভারতীয় সংবিধানের 23 নম্বর ধারায় মানুষ ক্রয়-বিক্রয়কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। সমগ্র দেশ সমাজ যাতে মানব পাচারের এই অভিশাপ থেকে বেরিয়ে আসতে পারে সেই জন্য জনসচেতনতা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা গেছে আর্থিক অনটন মানব পাচারের প্রবৃত্তিকে ইন্ধন যোগায়। আধুনিক সমাজ যাতে দ্রুত এই অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে পারে তার জন্য আন্তর্জাতিক সমাজ, রাষ্ট্র তথা নাগরিক সকলকেই সহযোদ্ধা হয়ে মানব পাচারের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে হবে।

রোহিত দাস (semester II)

অর্পিতা মন্ডল (semester IV)

রোহিত দাস (semester II)

শারীরিক নয় , মানসিক শ্রম চাই

বিশাল এই পৃথিবী, বিশাল তার বিস্তৃতি, বিশাল বিশাল স্বপ্ন, বিশাল তার আকাশ, আর আলোময় রঙিন আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকা সেই শিশুটি। একি হঠাৎ এত অন্ধকার!! কোথায় গেল সেই বিশাল আকাশ!

কোথায় সেই রঙ! শিশুটি আর কোন রং খুঁজে পাচ্ছেনা.. চারিদিকে কেবলই ঘন কালো, বিশাল স্বপ্নের পরিবর্তে বিশালাকার কলকারখানা। তার অবাক বিস্তৃত চোখ দুটি খুঁজে পায়নি বিশাল পৃথিবীর বিস্তৃতি। তাকে সংকীর্ণতা গ্রাস করেছে।

সেই ছেলেটি একা নয়, দেশের প্রতি ১১শিশুর মধ্যে একজন শিশু শ্রমিক।

আজও পাড়ার চায়ের দোকানে আর রাস্তার হোটেলে বাসন মাজতে দেখা যায় ছোট ছোট হাতগুলোকে।বহু শিশুকে জোর করে কাজে নিযুক্ত করা হয়।তাদের শৈশব ক্লাসরুমে নয় ,অতিবাহিত হয় কর্ম ক্ষেত্রে।

যে বয়সে কাঁধে স্কুল ব্যাগ, হাতে কলম হওয়ার কথা, সেই বয়সে তাদের কাঁধে চাপে আলুর বস্তা আর হাতে ধরানো হয় চায়ের কাপ ও অন্যের এঁটো থালা।

তারা যখন ভারতের একজন কর্তব্যবান শিক্ষিত নাগরিক হওয়ার স্বপ্ন দেখতে চায়,তখনই দুর্নীতিগ্রস্ত, অমানবিক, ভক্ষক সমাজ বিশাল দানবের মতো তাদের সেই সকল স্বপ্নকে গিলে খায়,স্বপ্নের ডানা কেটে পায়ে শিকল বেঁধে দেয়,ঠেলে দেয় অন্ধকার খনিতে, কারখানায়।

আজকাল রাস্তার ধারে ভিক্ষারত শিশুটিও শিশুশ্রমের শিকার। চাইলেই তাদের দুমুঠো

অন্ন সংস্থান করা যায়। কিন্তু তা না করে তাকে অভুক্ত রেখে, শোষণ করে, দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয় কোন এক ট্রাফিক সিগনাল কিংবা ধর্ম ঘরের বাইরে। সমাজের কিছু জঘন্য ঘৃন্য মানুষেরা ভিক্ষাবৃত্তিকে নতুন ব্যবসার রূপ দিয়েছে আর তার শিকার এই নিষ্পাপ পাপড়ির মতো এই শিশুগুলো যারা অত্যাচারিত হয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে বাধ্য হয় কেবল এক মুঠো ভাতের আশায়।

আজ ভারতে শিশু শ্রমের মতো সমস্যা এক কালিমালিপ্ত বিষয়।অনেক শিশুশ্রম বিরোধী প্রতিষ্ঠান থাকা সত্ত্বেও শিশুশ্রমের শিকড় পুরোপুরি উপড়ে ফেলা সম্ভব হয়ে উঠেনি এখনও।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার 2017 সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী , বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বেশি শিশু শ্রমিক ভারতেই। যা সত্যিই প্রথমসারির উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের কাছে লজ্জাজনক।

আসুন আমার আপনার ভারতের সকল জনগণের নৈতিক ন্যায়বিচার , আদর্শ মানসিকতা ও সুচিন্তা দিয়ে এই অন্ধকারকে দূরীকরণের ব্যবস্থা করি।শিশুগুলির পাশে দাঁড়িয়ে গর্জে উঠি শিশুশ্রমের বিরুদ্ধে, তাদের মুক্ত করি এই কঠিন সামাজিক ব্যাধি থেকে।

শুধু Children's Day তে শিশু প্রেম না দেখিয়ে আসুন 12th June (আন্তর্জাতিক শিশুশ্রম বিরোধ দিবস) গৃহীত অঙ্গীকারকে সফল করে তুলি। শিশুশ্রম মুক্ত নতুন ভারত নির্মাণ করি।

প্রীতম মন্ডল (semester II)

শিশু শ্রম (Child Labour)

শিশুশ্রম ও জোরপূর্বক শ্রম বর্তমান সমাজে ধ্বংসকারী রূপে নিজের প্রকাশ ঘটিয়েছে। কিছু নির্বোধ ব্যবসায়ীগণ নিজের স্বার্থসিদ্ধি ও মুনাফা লাভের জন্য প্রতিনিয়ত শিশুদের শৈশব তথা সমগ্র জীবন বিকাশ ধ্বংস করার কাজে উঠেপড়ে লেগেছে। যেহেতু প্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিকদের তুলনায় শিশু শ্রমিকদের কম বেতন দিয়ে কাজ করানো সহজ হয়, বেগার খাটানো যায়, ফলে শিশুশ্রমএর প্রবণতা বাড়ছে। প্রতিবছর প্রায় 218 মিলিয়ন শিশু, কোন না কোন শ্রমের সাথে জড়িয়ে পড়ছে এবং তার মধ্যে 152 মিলিয়ন শিশুর বয়স 5 থেকে 14 বছরের মধ্যে।

শৈশবকালীন শ্রমের সাথে যুক্ত হওয়ার ফলে এই সমস্ত শিশুরা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়ে তারা শৈশবকে হারিয়ে ফেলছে। শিশুশ্রম রুখতে সরকারের পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতা ভীষণভাবে প্রয়োজন। কারণ শিশুশ্রম এক সামাজিক ব্যাধি, শুধু রাষ্ট্রীয় আইনের মাধ্যমেই এর নিরাময় সম্ভব নয়। প্রয়োজন সামাজিক সচেতনতা, সামাজিক দায়বদ্ধতা, যাতে শিশুরা কর্মের সাথে যুক্ত না হয়ে বিদ্যালয়মুখী হয়। সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প শিশুশ্রম প্রবণতা কিছুটা কমিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। শিশুশ্রম রুখতে 12 জুন আমরা "World Day Against Child Labour" পালন করি। ভারতীয় সংবিধানের 24 নম্বর ধারায় শিশুশ্রম নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

রোহিত দাস (semester II)

রোহিত দাস (semester II)

করোনা পরবর্তী সময়

সারা বিশ্বে বসিয়েছে দাপট
এক মারণ ভাইরাস ,
করেছে ধীরে ধীরে বিশ্বের
১২৩ টিরও বেশি দেশকে গ্রাস।
করোনা নামক ভাইরাসটি
একেবারে দিয়েছে পাল্টে জীবন,
তাইতো দূরত্ব বজায় রেখেই
চলছে নিজেরও স্বজন।
এই মহামারী আমাদের ভবিষ্যৎ
দেবে একেবারে পাল্টে,
সকলের জীবন যাপনও
একেবারে দেবে উল্টে।
ভবিষ্যতে হাত মেলানোর প্রথা
একেবারে যাবে হারিয়ে,
তারই বদলে ভারতের প্রণামকে
সকলে নেবে মানিয়ে।
সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে
সকলকে হবে চলতে,
মাস্ক, গ্লাভস, স্যানিটাইজারকে
চিরসঙ্গী সকলকে হবে করতে।
এই সকল জিনিস রাজনৈতিক
নেতাসহ মানবে সকলে,
বাড়িতে বসেই ডিজিটাল মাধ্যমে
কাজ চলবে বিনা ধকলে।
আর হয়তো থাকবেনা কোন
পারমাণবিক অস্ত্রের ভয়,
কারণ সকল দেশ দেখাবে
এবার মরণ ভাইরাসের ভয়।
সকল দেশেরা মিলে করবে
চীনকে একেবারে কোণঠাসা,
কারণ চীন থেকেই নাকি
এই মারণ ভাইরাসএর আসা।
সকল দেশেই বাড়বে বেকারত্ব,
কমবে আয় , দেখা দেবে হাহাকার,
তাই প্রশাসনের বড় চ্যালেঞ্জ
সমাধান করা এই সমস্যার।
যাইহোক পাল্টে যাবে ভবিষ্যতে
রাজনীতি থেকে সবকিছু,
আর জীবনের সাথে নিতে হবে
মানিয়ে অনেক কিছু ।

রবি কুমার সাহ (semester IV)

শিক্ষার অধিকার(Right to Education)

মানব সভ্যতায় শিক্ষার অধিকার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই শিক্ষার অধিকার না থাকলে হয়তো সভ্যতার এই বিকাশ সম্ভব হতো না। বিশ্বের প্রতিটি সভ্যতা শিক্ষার মাধ্যমেই উন্নতি লাভ করেছে। যেখানে শিক্ষার বিকাশ ধীরগতিতে হয়েছে সেখানে সভ্যতার বিকাশও খুব ধীরগতিতে হয়েছে। সুতরাং শিক্ষার অধিকার হল মানব সভ্যতার উন্নতির হাতিয়ার।

আধুনিক যুগের শিক্ষা প্রত্যেকের জন্য দরকার। শিক্ষার জন্যই মানুষ বর্তমানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নতি করতে পারছে। শিক্ষার অধিকার আগে মহিলাদের ছিলনা, তা সত্ত্বেও মহিলারা লড়াই করেই অধিকার ছিনিয়ে এনেছে। বর্তমানে অনেকেই অসচ্ছল অর্থনৈতিক পরিস্থিতির জন্য শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অবশ্য সেই পরিস্থিতি দূর করতে সরকার অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করেছে।

ভারতে শিক্ষার অধিকার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হয়ে উঠেছে। এই অধিকার প্রতিবন্ধীদেরও দেওয়া হয়েছে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার অধিকার সকলকে দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার অধিকার আমাদের দেশে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য প্রযোজ্য।

লোকনাথ দত্ত (semester II)

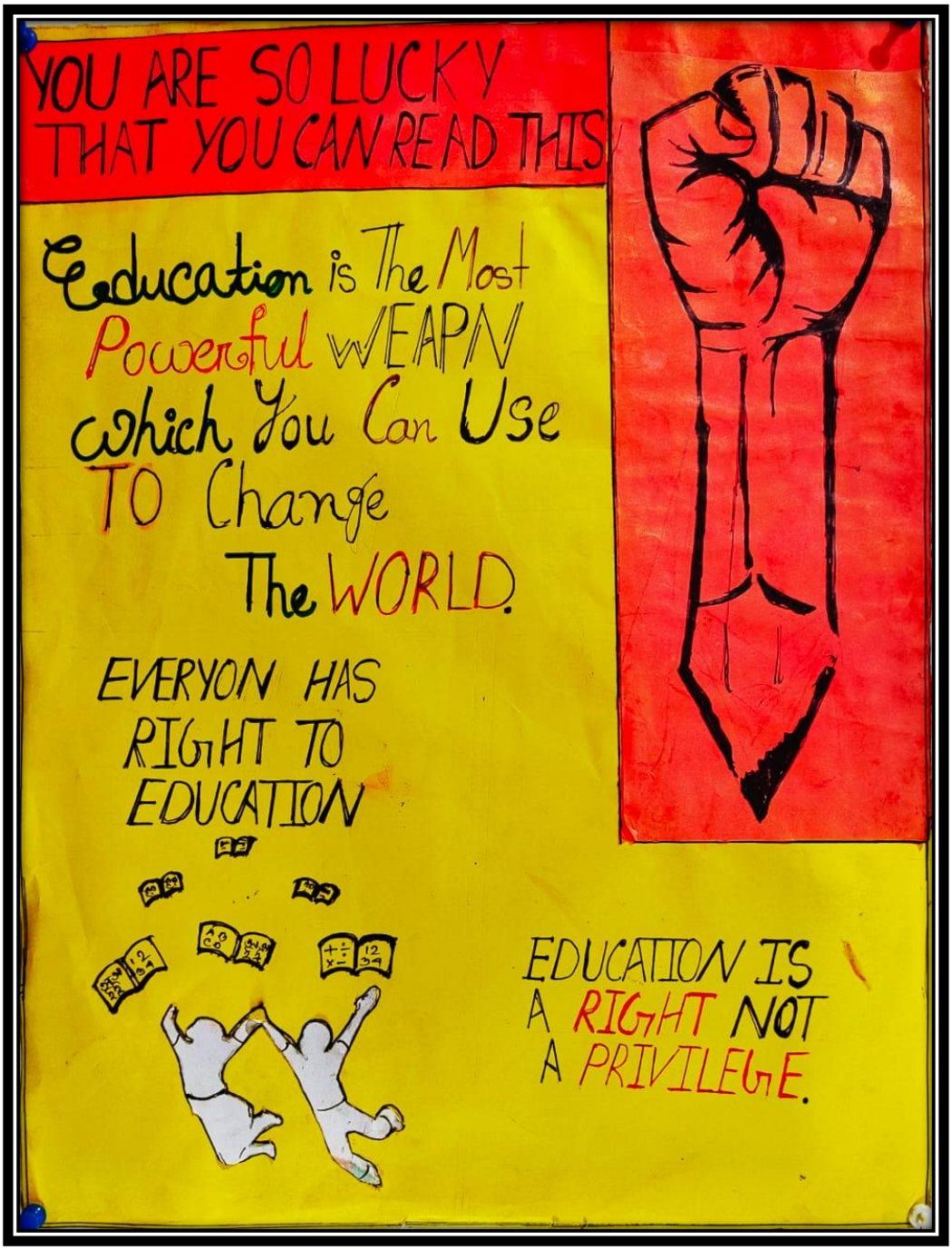

রোহিত দাস (semester II)

EDITING AND DESIGNING

সুদীপ্ত পাল
Semester II

ও

প্রীতম মন্ডল
Semester II